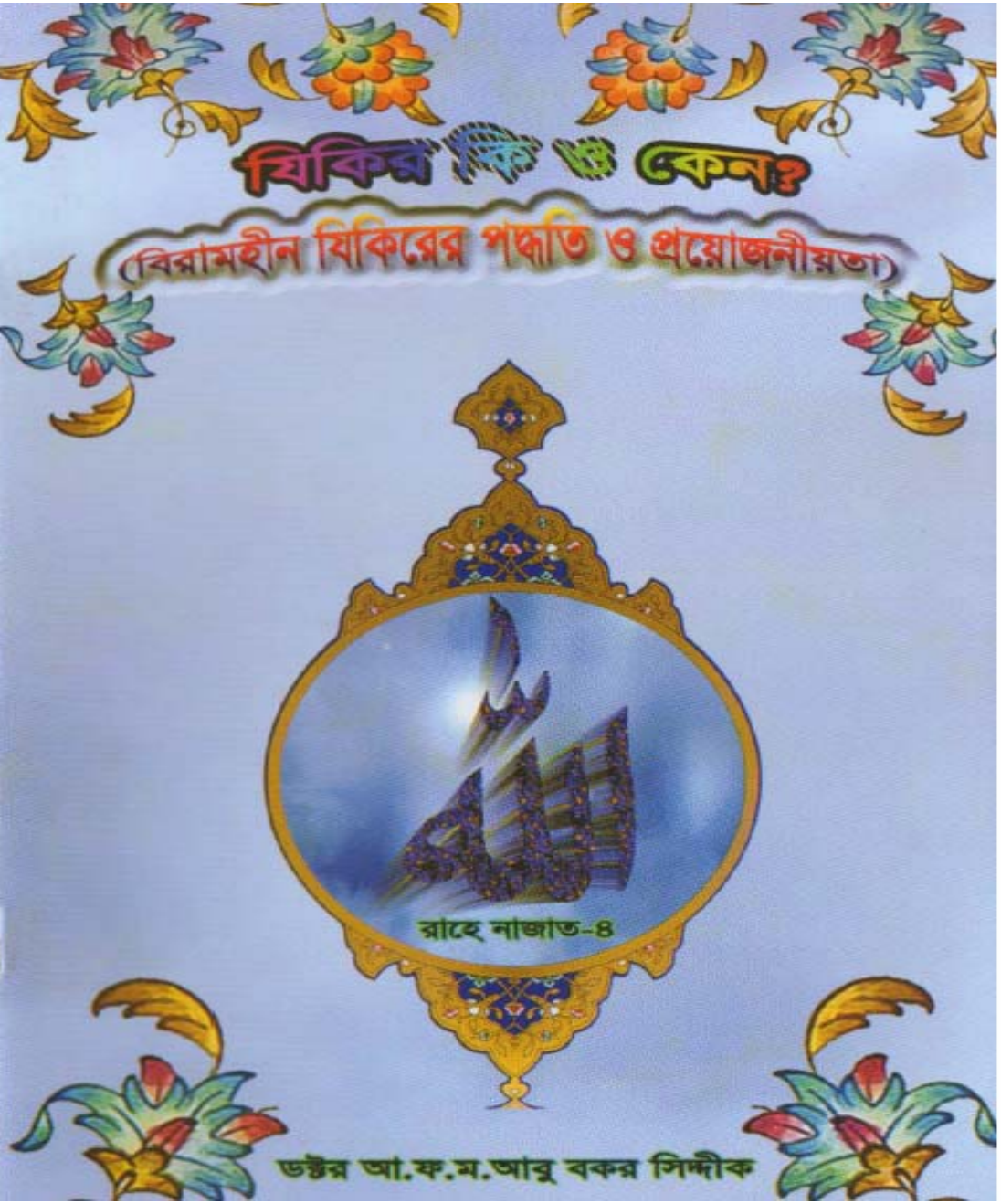

লেখক পরিচিতি

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক ও গবেষক প্রফেসর ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ১৯৪২ সালে সাতক্ষীরা জেলার অন্তর্গত সদর উপজেলাধীন আমতলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম মুনশী মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ। শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ১৯৬৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স, ১৯৬৭ সালে এম এ এবং ১৯৬৪ সালে ফরিদগঞ্জ আলীয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল (হাদীছ) ডিগ্রী অর্জন করেন। অতঃপর "Shaikh Ahmed Sirhindi (Rh.) and his Reforms" শীর্ষক বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করে ১৯৮৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি মে, ১৯৬৮ থেকে মে, ১৯৬৯ পর্যন্ত সরকারী চিটাগাং কলেজে আরবী প্রভাষক হিসেবে শিক্ষকতা করেন। সরকারী বি.এল কলেজ খুলনায় ২৬-০৫-৬৯ থেকে ৩০-০৫-৭৮ পর্যন্ত লেকচারার পদে কর্মরত ছিলেন। ০১-০৬-৭৮ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এখানে কর্মরত থাকার পর ৩০-০১-১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের পর ১৯৮৯ সাল থেকে আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়াও বিভাগীয় ছাত্র উপদেষ্টা, স্যার এ.এফ. রহমান হলের হাউস টিউটর ও প্রক্টোস্ট (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক দীর্ঘদিন থেকে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। এ পর্যন্ত ইসলাম, মুসলিম উম্মাহ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ ও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলো উলেখ করা হচ্ছে : ১. শায়খ আহমাদ সিরহিন্দী (র)ঃ ২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্বঃ ৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র)ঃ ৪. মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র)-জীবন ও কর্মঃ ৫. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঃ ৬. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশঃ ৭. মুকাশিফাতে আয়নিয়াঃ ৮. মা'আরিফে লাদুন্নিয়াঃ ৯. মাবদা ওয়া মা'আদঃ ১০. ইছবাতুন নুবুওয়াতঃ ১১. আবু দাউদ শরীফ (১ম-৫ম খণ্ড)ঃ ১২. রিসালায়ে তাহলীলিয়া, ১৩. স্মরণকালের মরণজয়ীঃ ১৪. আল-কুরআনের সরল তরজমা (অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.)ঃ ১৫. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.)ঃ ১৬. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.)ঃ ১৭. তাফসীরে মাযহারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.)ঃ ১৮. তাফসীরে তাবারী শরীফ ৩০তম পারা (অনুবাদক, ই.ফা.বা.)ঃ ১৯. সিরাতুন্নবী (স.)- ইবনে হিশাম ৪ খণ্ডে সমাপ্ত (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.)ঃ ২০. আল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত ৪ খণ্ডে সমাপ্ত (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই.ফা.বা.)ঃ ২১. আল কুরআনের চ্যালেঞ্জঃ ২২. কবরের সফরঃ ২৩. নামায পড়ে হবে কি?

ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশ ও ইসলামিক রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং একাডেমীর একজন সম্মানিত সদস্য। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনার যোগদান উপলক্ষে সউদী আরব, পাকিস্তান, ভারত ও ইরান সফর করেন। অধ্যাপনা, লেখালেখি ও গবেষণার পাশাপাশি তিনি আত্মশুদ্ধিমূলক আধ্যাত্মিক জ্ঞান চর্চার সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত। মুজাদ্দেদিয়া কমপ্লেক্স নামক প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ ক'জন গবেষক এম.ফিল. ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রী করেছেন।

ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক বিগত ৩০-৬-০৮ সনে ৬৫ বছর বয়সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর বিভাগের প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৫-৯-০৮ইং থেকে এ্যাড হক ভিত্তিতে সুপার নিউ মেয়ারী অধ্যাপক বা সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করেছেন।

www.khasmujaddidia.org

যিকির কি ও কেন?

(বিরামহীন যিকিরের পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয়তা)

রাহে নাজাত-৪

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

যিকির কি ও কেন?
ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রকাশনায়
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
খানকাহ্-ই-খাস মুজাদ্দেদীয়া
প্লট নং # ১২৮, রোড নং # ৭, ব্লক # বি
সেকশন # ১২, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।
ফোন : ০০৮৮-০২-৮০৫১৯১৮,
website : www.khasmujaddidia.org

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ঈসায়ী
মাঘ ১৪১৯ বাংলা
রবিউসসানী ১৪৩৪ হিজরী

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মোবাইল : ০১৭২৬৮৬৮২০২

মুদ্রণ
এন.এন. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৭৬/২, আরামবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৩-০১৫২১৮, ০১৯১৯-০১৫২১৮।

হাদিয়া : ২০.০০ টাকা মাত্র

ZIKIR KI-O-KENO? : by **Dr. A. F. M. Abu Bakar Siddique** in Bangali. Published by Khankai Khas Mujaddedia, Plot # 128, Rood # 7, Block # B, Section # 12, Mirpur, Pallabi, Dhaka, Bangladesh. Tel. 0088-02-8051918, website : www.khasmujaddidia.org.

Price : Tk. 20.00 Only.

লেখকের অন্যান্য বই :

১. বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)
২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)
৪. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ
৬. মুকাশিফাতে আয়নিয়া
৭. মাআরিফে লাদুন্নিয়া
৮. মাব্‌দা ওয়া মা'আদ
৯. ইছবাতুন নুবূওয়াত
১০. আবু দাউদ শরীফ (অনুবাদ, ১-৫ম খণ্ড) ই. ফা. প্রকাশিত
১১. স্মরণ কালের মরণজয়ী
১২. আল-কুরআনের সরল তরজমা
(অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা)
১৩. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৪. তাফসীরে মায্‌হারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৫. তাফসীরে তাবারী শরীফ, ৩০তম পারা (অনুবাদ, ই. ফা. বা.)
১৬. সিরাতুন্নবী (সা.)- ইবনে হিশাম, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৭. আল্-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত, ৪ খণ্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৮. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৯. আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ
২০. রূহের সফর
২১. রূহের খোরাক
২২. চলার পথের শেষ কোথায়?
২৩. Shaikh Ahmad Sirhindi (Rh.) and his Reforms.
২৪. কালিমায়ে তাইয়্যেবা (রাহে নাজাত-১)
২৫. নামাজ পড়ে হবে কি? (রাহে নাজাত-২)
২৬. ওলী হওয়ার আসান তরীকা (রাহে নাজাত-৩)
২৭. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকে হাসানা

সূচীপত্র

অধ্যায়-১ : * যিকিরের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য ॥ ০৬
* যিকিরের প্রকারভেদ ॥ ০৭
অধ্যায়-২ : * যিকির সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ॥ ০৮
অধ্যায়-৩ : * যিকির সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস ॥ ১৫
অধ্যায়-৪ : * যিকিরের ধরন ও প্রকার ॥ ২১
অধ্যায়-৫ : * বিরামহীন যিকিরের পদ্ধতি ॥ ২৮
অধ্যায়-৬ : * যিকিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ॥ ৩১

بسم الله الرحمن الرحيم

পেশ কালাম

আল্‌হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন। ওয়াস্‌সালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা সাইয়্যিদিল মুরসালীন, ওয়া ‘আলা আলিহী ওয়া আছ্‌হাবিহী আজমাঈন। আম্মা বাদ :

‘যিকির’ শব্দের আভিধানিক অর্থ- স্মরণ করা। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করাকে ‘যিকির’ বলে। আল্লাহ্ আমাদের রব। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, বাঁচিয়ে রেখেছেন, তিনি আমাদের মৃত্যু দেবেন এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব। দুনিয়াতে যারা সব সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখে, তারা আল্লাহ্‌র ওলী বা বন্ধু। তাদের চিরস্থায়ী থাকার জায়গা হবে জান্নাত।

এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে মোট ৬টি অধ্যায় আছে। যার বিবরণ হলো :

অধ্যায়-১ : * যিকিরের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য :
* যিকিরের প্রকার ভেদ :
অধ্যায়-২ : * যিকির সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নির্দেশ :
অধ্যায়-৩ : * যিকির সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস :
অধ্যায়-৪ : * যিকিরের ধরন ও প্রকার :
অধ্যায়-৫ : * বিরামহীন যিকিরের পদ্ধতি :
অধ্যায়-৬ : * যিকিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন মানুষ ও জ্বিন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে তারা আল্লাহ্‌র ভালবাসা ও নৈকট্য লাভ করতে পারে। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টির একমাত্র পথ হলো– আল্লাহ্‌র যিকির।

উল্লেখ্য যে, সব সময় আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধ্যমে তাঁর কুরবত বা নৈকট্য লাভ করা যায়। আর এ ধরনের লোকেরা আল্লাহ্‌র ওলী বা বন্ধু হিসেবে পরিচিত। যাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কোন ভয় নেই। তারা আখিরাতে চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হবে এবং অনন্তকাল জান্নাতে সুখ-শান্তিতে বসবাস করবে। আর যারা জান্নাতে যাবে না, তাদের চিরদিন থাকার জায়গা হবে জাহান্নাম।

আহকার
ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
অধ্যাপক, আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

যিকিরের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য

‘যিকির’ আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- স্মরণ করা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহকে স্মরণ করার নামই যিকির। সব মানুষের উচিত তার কথা-বার্তায়, কাজ-কর্মে, আচার-আচরণে ও চিন্তা-ভাবনায় সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করা। যারা সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তারা আল্লাহ্‌র ‘ওলী’ বা প্রিয় বান্দা।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং সব কিছুর নিয়ামক। আমরা তাঁরই বান্দা এবং তিনিই আমাদের রব। তিনি আমাদেরকে তাঁরই ইবাদত ও বন্দেগীর জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

وما خلقْت الجن والإنس الا ليعبدون.

অর্থ : “আমি জ্বিন ও ইনসানকে একমাত্র আমার ‘ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।”[১]

আল্লাহ্‌র ইবাদতের মধ্যে রয়েছে মানুষের পরম সুখ ও চরম শান্তি। মানুষ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ভালবাসা ও নৈকট্য লাভ করতে চায়। বান্দা তাঁর রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। আর এই যোগসূত্রের একমাত্র উপায় হলো– আল্লাহ্‌র যিকির বা আল্লাহ্‌র স্মরণ।

উল্লেখ্য যে, বান্দা সব সময় আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধ্যমে তাঁর কুরবত বা নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়। আল্লাহকে যে ব্যক্তি সব সময় স্মরণ করে, তাকে ‘যাকির’ বা আল্লাহ্‌র স্মরণকারী বলা হয়।

* যিকিরের প্রকারভেদ :

যিকির বা আল্লাহ্‌র স্মরণ দুইভাবে করা যায়। এ জন্য যিকিরকে দু’ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :

---

১. আল-কুরআন, সূরা যারিয়াত : ৫৬ আয়াত।

১. যিক্‌রে লিসানী বা মুখ দিয়ে যিকির এবং

২. যিক্‌রে কালবী বা অন্তর দিয়ে যিকির।

১. যিকরে লিসানী : লিসান শব্দের অর্থ- জিহ্বা বা বাক-যন্ত্র। তাই যিক্‌রে লিসানী অর্থ- জিহ্বা বা বাক-যন্ত্রের সাহায্যে আল্লাহ্‌র যিকির করা। মানুষ মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌র যিকির করে থাকে। কথা ও কাজের মাঝে অন্য সময়ে মুখে আল্লাহ্‌র যিকির করে, আল্লাহ্‌র কুরবত বা নৈকট্য হাসিল করা যায়। মুখে আল্লাহ্‌র যিকির যত করা যাবে, ততই আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لايزالُ لسانك رطبا من ذِكْرِ اللهِ. (رواه الترمذى)

অর্থ : "সদা-সর্বদা বা সব সময় তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহ্‌র যিকিরে সিক্ত থাকে।"[২]

২. যিক্‌রে কালবী : কাল্‌ব শব্দের অর্থ- অন্তর। তাই যিক্‌রে কাল্‌বী অর্থ- অন্তর দিয়ে আল্লাহ্‌র যিকির করা। মন দিয়ে আল্লাহ্‌র যিকির যত করা যায়, ততই হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত সৃষ্টি হয়। ফলে, মানুষ তার মনে সব সময় আল্লাহ্‌র স্মরণ করতে পারে। দুনিয়ার কোন বিপদ-আপদ, বালা-মসীবত, সুখ-দুঃখ কিছুই তাকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখতে পারে না। সে তার অন্তরে লাভ করে অনাবিল শান্তি। এ মর্মে আল্লাহ্‌র বাণী :

اَلا بِذِكْرِ اللهِ تطْمئِن الْقُلُوب.

অর্থ : "জেনে রাখ! কেবল আল্লাহ্‌র যিকিরেই অন্তর বা আত্মা প্রশান্তি লাভ করে।"[৩]

২. আল-হাদীস ; তিরমিযি শরীফ বর্ণিত।

৩. আল-কুরআন, সূরা রা'আদ : ২৮ আয়াত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যিকির সম্পর্কে আল্লাহ্‌র নির্দেশ

* فَاذْكُرونى اَذْكُركُم واشكُروا لى ولا تكْفُرون.

অর্থ : "অতএব তোমরা আমার যিকির বা স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো। আর তোমরা আমার শোকর আদায় কর, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।"[৪]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের শানে ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন :

"হে আমার বান্দারা! তোমরা আমাকে আমার ইবাদতের মাধ্যমে স্মরণ কর; আর আমি মাগ্‌ফিরাতসহ তোমাদের স্মরণ করবো। অর্থাৎ তোমরা আমার ইবাদত কর, আমি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেব।"[৫]

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"আমার বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার সেই ধারণার অনুরূপ। যখন সে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, তখন আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি কোন অনুষ্ঠানে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমি তাকে অধিকতর উত্তম অনুষ্ঠানে স্মরণ করি; অর্থাৎ ফিরিশতাদের মাহফিলে তার কথা আলোচনা করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে এক হাত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর যদি সে আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসে, তবে আমি তার দিকে অগ্রসর হই দৌঁড়ে।[৬]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন শাকীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে দু'টি কক্ষ আছে। এর একটিতে থাকে ফিরিশতা এবং অপরটিতে থাকে শয়তান। যখন মানুষ অন্তর দিয়ে আল্লাহর যিকির করে, তখন শয়তান দূরে সরে যায়; আর যখন মানুষ আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল বা অমনোযোগী হয়, তখন শয়তান তার ঠোট সে ব্যক্তির অন্তরে ঢুকিয়ে

৪. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫২।

৫. আল-হাদীস বর্ণিত।

৬. আল-হাদীস, বুখারী ও মুসলিম শরীফ বর্ণিত।

দিয়ে কুমন্ত্রণা দেয়।"[৭]

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَلشيطَانُ جاِثم على قَلْبِ اِبنِ ادم فَاِذَا ذَكَرالله خنس و اِذَاغَفَلَ وسوس.

অর্থ : "শয়তান আদম সন্তানের অর্থাৎ মানুষের অন্তরে হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। আর মানুষ যখন আল্লাহর যিকির করে তখন সে শয়তান ভেগে বা পালিয়ে যায়। আর মানুষ যখন আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হয়, তখন শয়তান তাকে প্ররোচনা দেয়।"[৮]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"মুফ্‌রিদ ব্যক্তিরা বিজয়ী হয়েছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা) মুফ্‌রিদ কারা? "

জবাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকিরকারী নারী ও পুরুষ ।"[৯]

অর্থাৎ যে পুরুষ ও মহিলারা সব সময় আল্লাহর যিকির করে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের জন্য কামিয়াবী রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গাফ্‌লত বা অমনোযোগিতা দূর করাই যিকিরের মূল উদ্দেশ্য। শরীয়ত সম্মত কথা-কাজ, চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা-এসব কিছুই যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। তবে শর্ত হচ্ছে, এসব হতে হবে বিশুদ্ধ অন্তরের সাথে।

প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কারা? এ বর্ণনায় আল্লাহর বাণী :

* اَلذِين يذْكُرونَ اللهَ قِياما وقُعودا وعلَى جنوبِهم ويتفَكرونَ فِى خَلْقِ السموتِ والاَرضِ.
ربنا ما خلَقْت هذَا باطِلاً سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ.

অর্থ : যারা আল্লাহ্‌র যিকির বা স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে এবং চিন্তা করে

৭. আল্ হাদীস, ইবন আবি শায়বা বর্ণিত।
৮. আল্ হাদীস, বুখারী শরীফ বর্ণিত।
৯. আল্ হাদীস, মুসলিম শরিফ বর্ণিত।

আসমান ও যমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে এবং বলে : হে আমাদের রব! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করোনি। পবিত্রতম তুমি, আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।"[১০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

"কিয়ামতের দিন একজন ঘোষক এরূপ ঘোষণা দেবে যে, বুদ্ধিমান লোকেরা কোথায়? তখন মানুষেরা জিজ্ঞাসা করবে : বুদ্ধিমান কারা? তখন উত্তর দেয়া হবে :

"ঐ সমস্ত লোক বুদ্ধিমান যারা দুনিয়াতে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির করতো, অর্থাৎ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র স্মরণ করতো ; এবং যারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করতো এবং বলতো :

হে আমাদের রব! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি, আমরা তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন তাদের জন্য একটা ঝান্ডা তৈরী করা হবে, যার পেছনে পেছনে এরা যেতে থাকবে এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে যে, অনন্তকালের জন্য তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।[১১]

উল্লেখ্য যে, 'যারা আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করে', অর্থাৎ আল্লাহর অসীম কুদ্‌রতের দৃশ্য এবং তাঁর জ্ঞান ও হিকমত সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে-এর দ্বারা আল্লাহ্ মারিফাত লাভ হয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : কিছু সময় আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করা সারা রাত ইবাদত করার চেয়েও উত্তম।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : কিছু সময় আল্লাহ্ সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করা ষাট বছরের ইবাদত হতেও উত্তম।"[১২]

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"যিক্‌রে খফী বা গোপন যিকির, যা ফিরিশতারাও শুনতে পায় না, এর ছওয়াব সত্তর গুন বেশী। কিয়ামতের দিন যখন হিসাব-নিকাশ শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞাসা করবেন : আমার অমুক বান্দার আর কোন আমল অবশিষ্ট আছে কী?

১০ আল্ কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৯১।
১১. আল হাদীস, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে এটি বর্ণিত আছে।
১২. আল-হাদীস।

তখন কিরামন-কাতেবীন ফিরিশ্‌তারা বলবে : আমরা আমাদের কাছে সংরক্ষিত সব আমলই পেশ করেছি। তখন আল্লাহ্‌ বলবেন : আমার নিকট তার এমন কিছু আমল জমা আছে, যা তোমাদের আমল-নামায় নেই। আর তা হলো যিক্‌রে খফী বা গোপন যিকির।"[১৩]

যারা সব সময় আল্লাহ্‌র যিকির ও ফিকিরে ব্যস্ত থাকে, তারা খুবই ভাগ্যবান। তাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কোন ভয় নেই। এরাই আল্লাহ্‌র ওলী বা বন্ধু।

বেশী বেশী অর্থাৎ সব সময় আল্লাহ্‌র যিকির করার নির্দেশ আল্‌-কুরআনের এ আয়াতে রয়েছে :

يٰاَيها الذِين امنوا اذْكُروا اللهَ ذِكْرا كَثِيرا وسَبِّحوه بكْرةً واَصِيلاً.

অর্থ : ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ ! তোমরা আল্লাহ্‌র যিকির বেশী বেশী বা অধিক মাত্রায় কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর।"[১৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর (র) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

"আমি কি তোমাদেরকে উত্তম আমল, অতি পবিত্র কাজ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নেক আমলের কথা বলবো না; যা আল্লাহ্‌ তায়ালার নিকট সোনা-রূপা দান করা এবং জিহাদ থেকেও উত্তম?

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.) সে কাজটি কি? নবী (স.) বলেন : তা হলো আল্লাহ্‌র যিকির।"[১৫]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لايزالُ لسانك رطْبا مِن ذِكْرِاللهِ. (الترمذى)

১৩. আল্‌ হাদীস বর্ণিত, হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত।
১৪. আল্‌-কুরআন, সূরা আহযাব : আয়াত : ৪১-৪২।
১৫. আল্‌-হাদীস বর্ণিত।

অর্থ : তোমার জিহ্বা যেন সব সময় আল্লাহ্‌র যিকিরে সিক্ত থাকে।"[১৬]

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

اَكْثِروا ذِكْرَاللهِ حتى يقُولُوا مجنونٌ. (رواه احمد)

অর্থ : "তোমরা আল্লাহ্‌র যিকিরে এভাবে মশগুল থাক, যেন লোকেরা তোমাদের মজ্‌নু বা পাগল বলে।"[১৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেছেন, প্রত্যেক ফরজ কাজের জন্য একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে এবং ওজরের কারণে তা মাফও হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্‌র যিকিরের জন্য কোন সময় বা সীমা নির্দিষ্ট নেই, আর তা কোন সময় বর্জন করা যায় না; তবে কেউ পাগল হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। দাঁড়ান অবস্থায়, বসা অবস্থায়, শায়িত অবস্থায়, রাতে-দিনে, ভ্রমণরত অবস্থায় বা কোথাও অবস্থানকালে, জলে-স্থলে, সকাল-সন্ধ্যায়, সমৃদ্ধ ও দরিদ্র অবস্থায়, সুস্থ ও রুগ্ন অবস্থায়, প্রকাশ্যে ও গোপনে এক কথায় সব সময়, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকির করা উচিত। যখন তোমরা এ কাজটি করবে, তখন আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন, আর ফিরিশ্‌তাগণ তোমাদের জন্য সর্বদা দু'আ করতে থাকবেন।'

আয়াতের শেষাংশে উল্লেখ আছে : "আর সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরই তাস্‌বীহ পাঠ কর।"

মুজাহিদ (র) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে তাস্‌বীহ পাঠের আদেশ প্রদানের মাধ্যমে– 'সুব্‌হানাল্লাহ, আল্‌-হামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, ওলা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল্‌ আলিউল্‌ আযীম উদ্দেশ্যে। কেননা, এই তাসবীহগুলো অজু বে-অজু অবস্থায়, সব সময় পাঠ করা যায়।

উল্লেখ্য যে, জনৈক তত্ত্ব জ্ঞানী আলিম বলেছেন : এখানে বিশেষ করে সকাল-সন্ধ্যা তাসবীহ পাঠ করতে বলা হয়েছে এ কারণে যে, এ সময় দায়িত্ব বদল হয় দিবা-রাত্রির ফিরিশ্‌তা দলদ্বয়ের।"[১৮]

১৬. আল্‌-হাদীস, তিরমিযি শরীফ বর্ণিত।
১৭. আল্‌-হাদীস, মসনদে আহমদ বর্ণিত।
১৮. তাফসীরে মায্‌হারী, ৫১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

"আসরের নামাযের সময় দুনিয়াতে নেমে আসে নতুন একদল ফিরিশ্‌তা। তখন ফজরের সময় যারা এসেছিল, তাদের সাথে এদের দেখা হয়; তখন এ ফিরিশ্‌তারা চলে যায় আসমানে। তখন তোমাদের রব তাদের জিজ্ঞাসা করেন, (যদিও তিনি সর্বজ্ঞ) :

তোমরা আমার বান্দাদেরকে কী অবস্থায় রেখে এসেছো? তখন ফিরিশ্‌তারা বলে : হে আমাদের রব! আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। আর আমরা যখন তাদের নিকট গিয়েছিলাম তখনও তারা নামায আদায় করছিলো।[১৯]

হযরত আবূ যর গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"বান্দা যতক্ষণ মনোযোগের সাথে নামাযে রত থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌ তায়ালা তার দিকে রহমতের নজরে দেখেন। আর যখন সে এদিকে সেদিকে মন দেয়, তখন আল্লাহ্‌ও তার উপর থেকে উঠিয়ে নেন তাঁর রহমতের দৃষ্টি।[২০]

১৯. আল-হাদীস, বুখারী ও মুসলিম শরীফ বর্ণিত।

২০. আল-হাদীস, আহমদ, নাসাঈ, আবু দাউদ ও দারেমী বর্ণিত।

তৃতীয় অধ্যায়

যিকির সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস

* عن اَبِى هريرةَ (رض) قَالَ قَالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ علَيهِ وسلم يقُولُ اللهُ تعالٰى اَنا عِند ظَنِّ عبدِى بِى واَنا معه اِذَا ذَكَرنِى..... واِنْ تقَرب اِلَى ذِراعا تقَربت اِلَيهِ باعا واِنْ اَتانِى يَّمشِى اتيته هرولَةً. (رواه احمد وبخارى ومسلم والتر مذى والنسائى وابن ماجه)

অর্থ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন :

"আমার বান্দা আমার প্রতি যেরূপ বিশ্বাস ও ধারণা পোষণ করে, আমিও তার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করি। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমার যিকির করে। আমার বান্দা যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে আমার মনে স্মরণ করি। আর যদি সে কোন মজলিসে বা মাহফিলে আমার যিকির করে, তবে আমি তদপেক্ষা ভাল মজলিস অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাদের মজলিসে তার আলোচনা করে থাকি। আমার বান্দা যদি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই; আর যদি সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসতে থাকে, তখন আমি তার দিকে দৌঁড়িয়ে অগ্রসর হই।"[২১] (সুবহানাল্লাহ্‌! কি অনুপম স্নেহ!! কি অগাধ প্রেম!!!)

এ হাদীসে সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকির বা স্মরণের কথা বলা হয়েছে। যদি কোন সময় শয়তান বা নাফসের কারণে কোন গুনাহ হয়ে যায়, তবে নিরাশ না হয়ে, সাথে সাথে ইস্‌তিগ্‌ফার করে আল্লাহর দয়া ও রহমতের প্রত্যাশী হতে হবে। আল্লাহ্‌ বান্দাকে মাফ করে দেয়ার ওয়াদা করেছেন কেননা, "তিনি মহাক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।[২২]

* عن اَبِى الدرداءِ (رض) قَالَ قَالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ علَيهِ وسلم اَلا اُنبئُكُم بِخير

২১. এটি হাদীসে কুদসী। আল্লাহ্‌র কথা, তবে কুরআনে নেই। বিভিন্ন হাদীসে নবী (স.)-এর যবানীতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

২২. আল-কুরআন . اِنَّهُ هُوَالغَفُوْرُ الرَّحِيْم অর্থাৎ আল্লাহ্‌ মহা-ক্ষমতাশীল পরম দয়ালু।

أعمالكُم وأزكاها عِند مليكِكُم .... قالُوا بلى. قالَ ذِكْر اللهِ. (رواه احمد وترمذى)

অর্থ : হযরত আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

“আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি আমলের কথা বলবো না? যা তোমাদের সব আমলের চেয়ে উত্তম, যা তোমাদের মালিক আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মূল্যবান ও পবিত্র এবং তোমাদেরকে সবচেয়ে বেশী মর্যাদাদানকারী এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় অগাধ সোনা ও রূপা দান করার চেয়েও উত্তম। আর শত্রুর সাথে জিহাদ করার সময় পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করার চেয়েও উত্তম?

সাহাবীগণ বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)! আপনি অবশ্যই বলুন। তখন তিনি (স.) বলেন : সেই আমলটি হলো : আল্লাহ্‌র যিকির।[২৩]

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীসে আল্লাহ্‌র যিকিরকে দান-সাদাকা, জিহাদ এবং সমস্ত ইবাদত হতে উত্তম বলা হয়েছে। কেননা, সব ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র যিকির। যা দু'ধরনের : ১. মৌখিক যিকির ও ২. আত্মিক যিকির আর এটাই উত্তম যিকির। যিকির বা মুরাকাবা একেই বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “কিছু সময় ধ্যান বা মুরাকাবা করা সত্তর বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম।”[২৪]

* عن أبى موسى (رض) قالَ قالَ النبى صلى اللهُ عليهِ وسلم مثَلُ الذِى يذْكُر ربه والذِى لايذْكُر ربه مثَلَ الْحىّ والْميّتِ. (بخارى ومسلم)

অর্থ : হযরত আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

“যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র যিকির করে, সে জীবিত; আর যে আল্লাহ্‌র যিকির করে না, সে মৃত।”[২৫]

উল্লেখ্য যে, দু'টি সত্তার সমন্বয়ে মানুষের দেহ সৃষ্টি হয়েছে : দেহ ও আত্মা। দেহের খোরাক জড় খাদ্য-পানীয় এবং রূহের খোরাক আল্লাহ্‌র যিকির। রূহকে যদি প্রয়োজনীয়

২৩. আল-হাদীস, আহমদ ও তিরমিযি বর্ণিত।
২৪. আল-হাদীস বর্ণিত।
২৫. আল্-হাদীস, বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।

খাদ্য সরবরাহ না করা হয়, তবে সে মরে যায়। সে জান্নাতে যাবে না, বরং তার চিরস্থায়ী জায়গা হবে জাহান্নামে।

* عن معاذِ بنِ جبلٍ (رض) قالَ قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم ليس يتحسر أهلُ الْجنةِ إلا على ساعةٍ مرت بِهم لم يذْكُروا اللهَ فِيها. (رواه طبرانى)

অর্থ : হযরত মুআয ইবন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

“জান্নাতীরা কোন কিছুর জন্য জান্নাতে আফসোস ও দুঃখ প্রকাশ করবে না, তবে যে সময়টুকু দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র যিকির ছাড়া ব্যয় করবে, তার জন্য আফ্‌সোস্ করবে।”[২৬]

উল্লেখ্য যে, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশের পর যখন দেখতে পাবে, আল্লাহ্‌র যিকিরের পরিবর্তে অফুরন্ত সওয়াব; তখন তারা যে সময়টুকু বিনা যিকিরে কাটাবে, তার জন্য আফ্‌সোস্ করবে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র অনেক প্রিয় বান্দা আগের যামানায় ছিলেন এবং এখনও আছেন, যারা এক মূহূর্তও আল্লাহর যিকির থেকে বিরত থাকেন না।

হাফিয ইবন হাযার (র) বলেন, আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা ইয়াহইয়া ইবন মুয়ায মুনাজাতের সময় বলতেন :

“ইয়া আল্লাহ্! তোমার দরবারে মুনাজাত ব্যতীত রাত ভাল লাগে না। তোমার ইবাদত ব্যতীত দিন ভাল লাগে না, তোমার যিকির ব্যতীত দুনিয়া ভাল লাগে না এবং তোমার মাগফিরাত ব্যতীত আখিরাত ভাল লাগবে না এবং তোমার দীদার বা দর্শন ব্যতীত জান্নাত ভাল লাগবে না।”

আল্লাহ্‌র এক ওলী সম্পর্কে এরূপ সত্য ঘটনা বর্ণিত আছে : হযরত সিররী সকতি (র) বলেন, আমি হযরত জুরজারী (র)-কে দেখলাম ছাতু খাচ্ছেন। আমি তাঁর কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন :

“আমি হিসাব করে দেখেছি যে, রুটি চিবিয়ে খেতে যে সময় লাগে, এ সময়ের মধ্যে আমি ৭০ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ যিকির করতে পারি। তাই আমি অধিক যিকির করার

২৬. আল্-হাদীস, তিবরানী বর্ণিত।

উদ্দেশ্যে প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ রুটি খাওয়ার পরিবর্তে ছাতু খেয়ে দিন কাটাচ্ছি।" (সুবহানাল্লাহ!)

* عن معاذِ بنِ جبلٍ (رض) قَالَ قَالَ رسولُ اللهِ صلىعليهِ وسلم : ما عمِلَ ابن اٰدم عملاً اٰنجى له مِن عذَابِ الْقَبرِ مِن ذِكْرِاللهِ. (رواه احمد)

অর্থ : হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : "মানুষকে কবর আযাব হতে মুক্তি দানকারী 'আল্লাহ্‌র যিকির' হতে বড় আর কোন আমল নেই।"[২৭]

উল্লেখ্য যে, কবরের আযাব খুবই ভয়ানক ও কঠিন জিনিস। হযরত উছমান (রা) যখন কবরের কাছে যেতেন, তখন কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত, লোকেরা জিজ্ঞেস করতো :

"হুজুর! আপনি দোযখের আযাবের কথা শুনে তো এত কাঁদেন না, যত কবরের কাছে এসে কাঁদেন?"

জবাবে তিনি বলতেন : ভাইয়েরা আমার! আখিরাতের যত মন্‌যিল বা স্তর আছে, তার মধ্যে কবর হলো প্রথম মন্‌যিল। যে এই মনযিল সহজে অতিক্রম করতে পারবে, সে বাকী মন্‌যিলগুলো সহজে অতিক্রম করে চিরস্থায়ী অবস্থানের শান্তিময় স্থান জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আর যে আটকে যাবে, তার জন্য সামনের স্তরগুলো কঠিন হবে। সে পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে যেতে পারবে না। তার চিরদিন থাকার জায়গা হবে জাহান্নাম।"

এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস শুনাতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

"আমি কবরের মত এমন ভীষণ ও ভয়াবহ দৃশ্য আর দেখিনি!"[২৮]

২৭. আল-হাদীস, আহমদ বর্ণিত।
২৮. আল-হাদীস বর্ণিত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : "কবর হলো জান্নাতের বাগান, নয়তো জাহান্নামের গর্ত।"[২৯] জান্নাতের বাগান হলো মুমিনের জন্য আর জাহান্নামের গর্ত হলো বেঈমান-কাফিরের জন্য।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন, কয়েক ব্যক্তি খিল্-খিল্ করে হাসছে। তিনি বললেন : যদি তোমরা কবরের কথা বেশী বেশী স্মরণ করতে, তাহলে তোমাদের অবস্থা এমন হতো না।

শুনে রাখ! কবর প্রতিদিন এরূপ বলে যে, "আমি নির্জনতার ঘর, কীট-পতঙ্গ এবং জীব জন্তুর ঘর। যখন কোন নেক্‌কার, মুমিন বান্দাকে কবরে রাখা হয়, তখন কবর তাকে বলে : তোমার আগমন শুভ হোক, যমীনের উপর যত লোক চলাফেরা করতো, তার মধ্যে তুমিই আমার কাছে প্রিয় ছিলে। আজ তুমি আমার মাঝে ফিরে এসেছ, তুমি আমার ভাল আচরণ দেখতে পাবে।

এরপর দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত হয়ে যায় এবং জান্নাতের একটি দরজা তার কবরের দিকে খুলে দেয়া হয়, যা দিয়ে জান্নাতের ঠান্ডা বাতাস ও সুগন্ধি সেখানে আসতে থাকে এবং তাকে বলা হয় : তুমি কিয়ামত পর্যন্ত এখানে আরামের সাথে ঘুমিয়ে থাক।"

পক্ষান্তরে, যখন কোন বেঈমান, কাফিরকে কবরে রাখা হয়, তখন কবর তাকে বলে :

"তোমার আগমন খুবই অশুভ। যত লোক যমীনের উপর চলাফেরা করতো, তার মধ্যে তুমি আমার কাছে অধিক ঘৃণিত ছিলে। আজ তুমি আমার মাঝে ফিরে এসেছ, এখন তুমি আমার আচরণ দেখতে পাবে। এ সময় কবর তাকে এমন জোরে চাপ দেবে যে, তার এক পাঁজরের হাঁড়, অন্য পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যাবে। জাহান্নামের একটি দরজা তার কবরের দিকে খুলে দেয়া হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে কবরের মধ্যে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।"[৩০]

২৯. আল-হাদীস বর্ণিত।
৩০. হাদীসটি এরূপ : اَلْقَبرروضةٌ مِن رياضِ الْجنةِ اٰوحفْرةٌ مِن حفر النارِ , অর্থাৎ "কবর হলো জান্নাতের বাগান (মুমিনের জন্য), নয়তো জাহান্নামের একটি গর্ত কাফির, বেঈমানের জন্য।" কাজেই, সময় থাকতে সাবধান হওয়া দরকার।

চতুর্থ অধ্যায়

যিকিরের ধরন ও প্রকার

হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহ্লবী (রহ.) বলেছেন, যিকির ১০ প্রকার। যথা :

১. "سبحان الله" 'সুবহানাল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহ্ পবিত্র বলা।

২. "الحمد لله" 'আল-হাম্দুলিল্লাহ' বলে যিকির করা।

৩. "لا اله الا الله" 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে যিকির করা;

৪. "الله اكبر" আল্লাহু আকবর' বলে যিকির করা।

৫. "لاحول ولا قوة الا بالله" 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ' বলে যিকির করা।

৬. 'তাওয়াক্কুল' অর্থাৎ حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم বলে যিকির করা।

৭. দু'আ করা, অর্থাৎ আল্লাহ্র কাছে ভাল জিনিস চাওয়া।

৮. 'ইস্তিআযা' অর্থাৎ খারাপ জিনিস থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাওয়া, যেমন এরূপ বলা : اعوذ بالله من الشيطان الرجيم অর্থ আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করছি।"

৯. প্রত্যেক বৈধ কাজের শুরুতে এরূপ বলা : بسم الله الرحمن الرحيم অর্থাৎ 'আমি পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

১০. 'ইস্তিগ্ফার' অর্থাৎ কৃত গুনাহের জন্য আল্লাহ্র নিকট অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র যিকিরের অর্থ : আল্লাহকে স্মরণ করা এবং আল্লাহ্র গুণবাচক নামগুলি উচ্চারণ করা। শরীয়তে যত প্রকারের ইবাদতের হুকুম আছে, এর আসল উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণ এবং তাঁর মাহাত্ম্য প্রকাশ করা।

যে ইবাদতের মধ্যে আল্লাহ্র যিকির যত বেশী, সেই ইবাদত ততই উত্তম ও মূল্যবান। যেমন– যে রোযার মধ্যে আল্লাহ্র যিকির বেশী হয়, সে রোযাই উত্তম; যে হজ্জের মধ্যে আল্লাহ্র যিকির বেশী হয়, সে হজ্জই উত্তম। যে জিহাদের মধ্যে আল্লাহ্র যিকির বেশী

হয়, সে জিহাদই উত্তম। অন্যান্য ইবাদতের হুকুমও এরূপ। কারণ, আল্লাহ্র যিকির সর্বাবস্থায় করা যায়। যেমন- দাঁড়ান অবস্থায়, শোয়া অবস্থায়, বসা অবস্থায়, পাক অবস্থায়, নাপাক অবস্থায়। (সুবহানাল্লাহ!)

উল্লেখ্য যে, কালিমায়ে তাইয়্যেবাকে কালিমায়ে তাওহীদ অর্থাৎ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে। এই কালিমার ফযীলত এত বেশী যে, কুরআন মাজীদের ৮৫টি আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসে এর উল্লেখ আছে।

বুযুর্গানে দ্বীন এই কালিমাকেই সমস্ত যিকিরের মূল বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন :

"সমস্ত দ্বীনের এবং ঈমানের ভিত্তি এই কালিমার উপর। এমনকি দুনিয়ার অস্তিত্বও এই কালিমার উপর নির্ভরশীল।"

হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যতদিন দুনিয়াতে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলার মত একজন লোকও থাকবে, ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবে না।"

অন্য এক হাদীসে আছে : "যতদিন দুনিয়াতে "আল্লাহ্" বলার মত একজন লোকও থাকবে, ততদিন দুনিয়া ধ্বংস হবে না।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

افضل الذكر لا اله الا الله. (رواه مشكوة وترمذى)

অর্থ : সর্বশ্রেষ্ঠ যিকির হলো– 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'[৩১] অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।

নাসাঈ শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত আছে, একদা মূসা (আ.) আল্লাহ্র দরবারে আরয করেন : ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন একটি 'খাস' যিকির শিখিয়ে দেন, যা দ্বারা আমি আপনার যিকির করতে পারি।

তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলেন : হে মূসা! তুমি বল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' মূসা (আ.) বলেন : ইয়া আল্লাহ্! এ যিকির তো সবাই করে থাকে। আমি আপনার নিকট আমার জন্য একটি 'খাস' যিকিরের জন্য ফরিয়াদ করছি।

তখন মহান আল্লাহ্ বলেন : হে মূসা! শোন, যদি সাত তবক আসমান ও সাত তবক

৩১. আল-হাদীস, তিরমিযী ও মিশকাত শরীফ বর্ণিত।

যমীন এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অন্য পাল্লায় কেবল 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' রাখা হয়, তবে যে পাল্লায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' থাকবে, সে পাল্লাই ওযনে ভারী হবে।"[৩২]

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, একদা হযরত আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! কিয়ামতের দিন কোন্ ব্যক্তি আপনার শাফায়াত লাভে ধন্য হবে?

জবাবে তিনি বলেন : যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে বলবে : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে-ই আমার শাফায়াত লাভ করবে।"[৩৩]

এ সম্পর্কে তিব্‌রানী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

من قَالَ لاَ اِلٰهِ اِلا اللهُ مخلِصا دخلَ الْجنةَ.

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি খাঁটি দিলে বলবে : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তাঁকে প্রশ্ন করা হলো : খাঁটি দিলে বলার অর্থ কী? জবাবে তিনি বলেন : খাঁটি দিলের অর্থ– সমস্ত গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করা।[৩৪]

উল্লেখ্য যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এবং ইকরামা ও মুজাহিদ (র) বলেছেন : 'আল-বাকীয়াতুস সালিহাত' বা স্থায়ী নেক আমল হচ্ছে :

"সুবহানাল্লাহ্, আল-হামদুলিল্লাহ্, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আক্‌বার বলা।"[৩৫]

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বলেন : 'তোমরা বাকীয়াতুস সালিহাত' বেশী পাঠ করবে। তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন : 'বাকীয়াতুস সালিহাত' কী?

জবাবে তিনি বলেন : সুবহানাল্লাহ্, আল-হামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার এবং লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা।[৩৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : 'আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের নিকট 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বে-হামদিহি' অপেক্ষা উত্তম কথা এ দুনিয়ায় আর কিছু নেই।

৩২. আল-হাদীস, নাসাঈ শরীফ বর্ণিত।
৩৩. আল-হাদীস, বুখারী শরীফ বর্ণিত।
৩৪. আল-হাদীস, তিবরানী বর্ণিত।
৩৫. আল-হাদীস, সহীহ মুসলিম বর্ণিত।
৩৬. আল-হাদীস, এটি আহমদ, ইবন হিব্বান ও হাকিম (র) বর্ণনা করেছেন।

এটি ফিরিশ্‌তাদের তাস্‌বীহ'[৩৭]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : দু'টি কালিমা, যা মুখে উচ্চারণ করা খুবই সহজ, কিন্তু আমলের ওযনে খুব ভারী এবং আল্লাহ্ তায়ালার কাছে অত্যন্ত প্রিয় তা হলো :

سبحانَ اللهِ وبحمدِهِ سبحانَ اللهِ الْعظِيمِ.

'সুবহানাল্লাহি ওয়া বে-হাম্‌দিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম।"[৩৮]

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিরাজে গমন করেন, তখন সপ্তম আসমানে হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর সাথে তাঁর দেখা হয়। তিনি নবী করীম (সা.)কে বলেন :

দেখ বাবা! তোমার উম্মতকে আমার সালাম দিও এবং আমার তরফ থেকে তাদেরকে একটি সুসংবাদ পৌঁছে দিও। আর তা হলো : জান্নাতের যমীন খুবই উর্বর, সেখানকার পানি খুবই মিষ্ট ও শক্তি বর্ধক। সেখানকার যমীন খালি পড়ে আছে। তারা যেন দুনিয়াতে থাকাবস্থায় সেখানে অনেক ফলের গাছ লাগায়। আমি তোমাকে পাঁচটি কালিমা শিখিয়ে দিচ্ছি, তা হলো : ১. সুবহানাল্লাহ, ২. আল-হামদু লিল্লাহ, ৩. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ৪. আল্লাহু আকবার ও ৫. লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

এ পাঁচটি কালিমার প্রত্যেকটি কালিমাই জান্নাতের বাগানের এক একটি ফলের গাছ। যা কোনদিন মরবে না এবং ফলশূন্যও হবে না।'[৩৯]

উল্লেখ্য যে, জান্নাতীরা জান্নাতে চিরদিন থাকবে, তাই নেক-আমলের বিনিময়ে আল্লাহ্ তায়ালা তাদের থাকার ও খাওয়ার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা এভাবে করবেন। সুবহানাল্লাহ!

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলেন : তোমরা কি প্রত্যেহ ওহোদ পাহাড়ের সমান নেকী উপার্জন করতে পার?

তাঁরা জিজ্ঞাসা করেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এর জন্য কী উপায় আছে? তিনি বলেন : একটি সহজ উপায় আছে এবং তোমরা সবাই তা করতে পার। আমি তোমাদের তা বলে দিচ্ছি। আর তা হলো :

৩৭. আল-হাদীস বর্ণিত।
৩৮. এটি বুখারী শরীফে বর্ণিত সর্বশেষ হাদীস।
৩৯. আল-হাদীস বর্ণিত।

‘সুবহানাল্লাহ’-ওহোদ পাহাড়ের চেয়ে বড়, ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ ওহোদ পাহাড়ের চেয়ে বড়; ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ ওহোদ পাহাড়ের চেয়ে বড় এবং ‘আল্লাহু আকবার’ ওহোদ পাহাড়ের চেয়ে বড়।[৪০]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন : ‘সুবহানাল্লাহ’ এবং ‘আল-হামদু লিল্লাহ’ সমস্ত আসমান ও যমীনকে সওয়াবে ভরে দেয়। ‘আল্লাহু-আকবার’ এর সওয়াব ও যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত ভরে দেয়।”[৪১]

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “তোমরা মাত্র দু’টি কাজ করবে, প্রত্যেক নামাযের পর মাত্র ১০ বার সুবহানাল্লাহ, ১০ বার আল-হামদু লিল্লাহ এবং ১০ বার আল্লাহু আকবার পড়িবে; তাহলে এক ওয়াকতে ৩০ বার, পাঁচ ওয়াক্তে (৩০X৫) ১৫০ বার হবে এবং ১৫০ কে ১০ দিয়ে গুন করলে (১৫০X১০) ১৫০০ নেকী হবে।

আর রাতে ঘুমাবার আগে, বিছানায় শুয়ে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ্, ৩৩ বার আল-হাম্দু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে, তাহলে মোট ১০০ বার হবে এবং ১০০ কে ১০ দিয়ে গুন করলে (১০০X১০) ১০০০ নেকী হবে। আর এভাবে ১৫০০+১০০০ মোট ২৫০০ নেকী হবে।

বল দেখি, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে দিন-রাতে আড়াই হাজার গুনাহ করে? এ দু’টি কাজ অতি সহজ, কিন্তু তা কাজে পরিণত করার মত লোকের সংখ্যা খুবই কম। আফ্সোস্!

একথা শুনে সাহাবীরা বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! এমন সহজ কাজ কে না করতে পারে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হ্যাঁ ঠিক বটে, কিন্তু মানুষ যখন নামায পড়তে যায়, তখন শয়তান তাকে নানা কাজের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে। ফলে মানুষ এ আমলের কথা ভুলে যায়। একইরূপে ঘুমের সময় শয়তান এসে ঘুম চাপিয়ে দেয়, তখন মানুষ আমল বাদ দিয়ে ঘুমিয়ে যায়।”[৪২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “যারা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের

৪০. আল-হাদীস বর্ণিত।
৪১. আল-হাদীস বর্ণিত।
৪২. উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তায়ালা একটি নেকীর বিনিময়ে দশ গুণ ছওয়াব দেয়ার ওয়াদা করেছেন। যেমন : আল্লাহর বণী : من جاءَ بِالْحسنةِ فلَه عشرأمثالِها অর্থ : যে ব্যক্তি একটি নেক আমল করবে, সে দশগুন সওয়াব পাবে।

কথা স্মরণ করে ‘সুবহানাল্লাহ, আল-হামদু লিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং আল্লাহু আকবার’-এ যিকির করে, তাদের এসব যিকির আল্লাহ্‌র আরশের পাশে পৌঁছে যায় এবং তা গুন গুন শব্দ করে আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের নাম উচ্চারণ করতে থাকে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বলেন : তোমরা কি চাও না, আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের নাম খুব বেশী পরিমাণে উচ্চারিত হোক?[৪৩]

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : “তোমরা ‘লা-হাওলা ওলা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ’ বেশী বেশী পাঠ করবে; কেননা, এটি আরশের ভান্ডারের রত্নখনি। এর দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা নিরানব্বই প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন। আর সবচেয়ে নিম্নমানের বিপদ হচ্ছে– দুশ্চিন্তা।”[৪৪]

উল্লেখ্য যে, প্রতিটি নেক-আমল ও পবিত্র কালিমা বা কথা আল্লাহ্ তায়ালার মহান দরবারে পৌঁছে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বাণী :

اِليه يصعد الْكلِم الطيب والْعملُ الصالِح يرفَعه.

অর্থ : “পবিত্র কালিমা বা কথা এবং নেক-আমল আল্লাহর দরবারে পৌঁছে।”[৪৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন :

* ما قالَ عبد لا اله اِلا اللهُ اِلا فُتِحت له ابوب السماءِحتى يفْضِى اِلى الْعرشِ ما اجتِنبت الْكبائِر.

অর্থ : “যখন কোন ব্যক্তি বলে : ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’, তখন তার জন্য সমস্ত আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং তার সেই কালিমা সাত আসমান পেরিয়ে আল্লাহ্‌র আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যদি সে ব্যক্তি কবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।”[৪৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন :

مِفْتاح الْجنةِ لا اله الا الله.

৪৩. আল-হাদীস বর্ণিত।
৪৪. আল-হাদীস বর্ণিত।
৪৫. আল-কুরআন, সূরা ফাতির : ১০ আয়াত।
৪৬. আল-হাদীস বর্ণিত।

অর্থ : "জান্নাতের চাবি হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

আখিরাতে মুমিনদের চিরস্থায়ী থাকার জায়গা হলো- জান্নাত। আর জান্নাত লাভের অন্যতম উপায় সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিকির করা।

পঞ্চম অধ্যায়

বিরামহীন যিকিরের পদ্ধতি

আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে ইলহামযোগে সর্বক্ষণ বা বিরামহীন যিকিরের পদ্ধতি লাভ করেন খাজা বাহাউদ্দিন নকশ্‌বন্দ (রহ.)। যিনি ৭১৮ হিজরীর মুহাররম মাসে বুখারায় জন্মগ্রহণ করেন। বংশের দিক দিয়ে তিনি হযরত ইমাম হাসান (রা.) ও ইমাম হুসাইন (রা.)-এর সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই বেলায়েতের নূর তার পবিত্র চেহারায় ফুটে উঠে।

সে যুগের শ্রেষ্ঠ ওলীদের তারবীয়ত ও সোহবত লাভে তিনি ধন্য হন এবং দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর কঠোর রিয়াযত ও সাধনা দ্বারা কামালিয়াত অর্জন করেন। এ সময় তিনি বুখারার সব খানকাহ্ ও মাদ্রাসার জন্য প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করতেন, তাছাড়া আল্লাহ্‌র ওলী ও দরবেশদের খিদমত ও তাদের পায়খানা পরিষ্কার করার কাজও করতেন।

উল্লেখ্য যে, নাফসের পবিত্রতা লাভের জন্য দীর্ঘ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর তিনি চিন্তা করেন যে, "পরবর্তী সময়ের মানুষের হায়াত দীর্ঘ হবে না এবং আল্লাহ্ পাকের মারিফাত ও মহব্বত হাসিলের জন্য তারা এত কষ্ট স্বীকার করতে পারবে না। কারণ, যতই দিন যাবে, ততই মানুষ দুনিয়ামুখী হবে এবং দুনিয়ার ঝামেলায় বেশী বেশী জড়িয়ে পড়বে।"

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর তিনি একটি সহজ তরীকা লাভের আশায় আল্লাহ্‌র দরবারে লাগাতার পনের দিন সিজ্‌দারত থাকেন। নামাযের সময় হলে জামাতে ফরয নামায আদায় করে আবার সিজদারত থাকতেন। এ দীর্ঘদিন তিনি এক লোকমা খানা বা এক ফোঁটা পানি পান করেননি।

খাজা বাহাউদ্দীন (রহ.) সিজদারত অবস্থায় এরূপ দু'আ করতেন : "ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমাকে এরূপ তরীকা দান করুন, যাতে সহজে আপনার মারিফাত লাভ করা যায়।"

সিজদার মাঝে এরূপ 'ইলহাম' হতো : "আমি যেরূপ চাই, তুমি সেরূপ তরীকা গ্রহণ কর।" আর তিনি বলতেন :

"ইয়া আল্লাহ্! আপনার বান্দা বাহাউদ্দীন সহজ তরীকা চায় যাতে বিরামহীনভাবে আপনার যিকির করা যায়, তাকে তাই দান করুন।"

অবশেষে পনের দিন পর আল্লাহ্‌র তরফ হতে তার নিকট এরূপ ইল্‌হাম বা নির্দেশ আসে : আমি তোমাকে তোমার কাঙ্ক্ষিত তরীকা দান করবো। শুনে রাখ :

"মানুষের শরীরে দশটি লতীফা আছে। এর মধ্যে পাঁচটি 'আলমে আমর' বা সূক্ষ্ম জগতের এবং পাঁচটি 'আলমে খাল্‌ক বা জড় জগতের।

'আলমে আমরের পাঁচ লতীফা হলো : কল্‌ব, রূহ, সির, খফী ও আখফা, যা নূরের তৈরী, সেজন্য তা নূরানী। আল্লাহ্‌ তায়ালা 'আমর' শব্দের ব্যাখ্যায় আল-কুরআনে বলেছেন :

اِنما اَمره اِذَا اَراد شيأ اَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونَ.

অর্থ : "বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তায়ালা যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি বলেন : হও, আর অমনি তা হয়ে যায়।"[৪৭]

অর্থাৎ 'কুন' শব্দ দ্বারা যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে 'আলমে আমরের পাঁচ লতীফা শামিল। পক্ষান্তরে 'আলমে খালকের পাঁচ লতীফা যুলমত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন। আর তা হলো : আগুন, পানি, মাটি, বাতাস ও নাফ্‌স।

উল্লেখ্য যে, নকশবন্দীয়া তরীকা প্রচার ও প্রসারের আগে বুজুর্গানে দ্বীন আল্লাহ্‌ প্রাপ্তির জন্য প্রথমে 'নাফসের তায্‌কীয়া' বা প্রবৃত্তি পরিশুদ্ধ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। কিন্তু নাফ্‌স যুল্‌মত বা কালো কয়লার মত হওয়ার কারণে তা ইস্‌লাহ্‌ বা সংশোধন হতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হতো। তাই আল্লাহ্‌ তায়ালা হযরত খাজা বাহাউদ্দীন (রহ.)কে বলেন : "নাফসের ইস্‌লাহ খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর 'কলব' যেহেতু নূর হতে সৃষ্ট, স্বচ্ছ আয়নার ন্যায়, তাই তুমি প্রথমে 'কলবের' ইস্‌লাহ কর; তাহলে মানুষের অন্তর সাথে সাথে বাতিনী নূরে, নূরান্বিত হবে এবং 'কলব' যিন্দা হয়ে অবিরতভাবে আল্লাহ্‌র যিকিরে মশগুল হবে।"[৪৮]

উল্লেখ্য যে, এরূপ নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রহ.) আল্লাহ্‌র দরবারে শোকর আদায় করে সিজদা থেকে মাথা উঠান এবং আল্লাহ প্রাপ্তির জন্য তাঁর কাছে যারা আসতো তাদের তালিম ও তারবিয়ত দান করতেন।

উল্লেখ্য যে, এ তরীকায় দাখিল হওয়ার পর দশ লতীফা যিন্দা হয় এবং আল্লাহ্‌, আল্লাহ্‌ যিকির ব্যক্তি নিজে অনুভব করতে পারে, এমনকি নিজের আত্মিক কানে যিকির শুনতে

৪৭. আল-কুরআন, সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৮৪।

৪৮. হালাতে মাশায়েখে নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদীয়া। মূল : মাওলানা মুহাম্মদ হাসান নক্‌শবন্দী মুজাদ্দেদী; দ্রষ্টব্য।

পায়। কলব, রূহ, সির, খফী, আখ্‌ফা, নাফস, আগুন, পানি, মাটি ও বাতাসের মধ্যে যখন যিকির জারী হয়, এই মাকাম বা স্থানকে 'সুলতানুল আজকার' বা 'যিকির সম্রাটের' মাকাম বলা হয়। এ সময় ব্যক্তির দেহের সবখানে যিকির জারী হয় এবং সে তা বুঝতে পারে। রক্তের মধ্যে যিকির, গোশতের মধ্যে যিকির, হাঁড়-হাড্ডির মাঝে যিকির, পশমের মধ্যে যিকির, অর্থাৎ দেহের সবখানে, সব স্থানে এবং প্রতি অণু-পরমাণুর মধ্যে আল্লাহ্‌র যিকির অনুভূত হয়। (সুবহানাল্লাহ!)

বিরামহীন যিকিরকারীদের এ কাফেলায় শরীক হওয়ার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি। একই সাথে দুনিয়ার কাজ, যার শুরু আছে শেষ হয়ে যাবে এবং একই সাথে আখিরাতের কাজ, যার শুরু আছে, শেষ নেই এ তরীকায় করা সম্ভব!

ষষ্ঠ অধ্যায়

যিকিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

যিকিরের গুরুত্ব সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহ্র নির্দেশ :

فَاذْكُرُونِى اَذْكُرْكُمْ.

অর্থাৎ হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার ইবাদতের মাধ্যমে যিকির কর, আমিও তোমাদের ক্ষমাসহ স্মরণ করবো।"[৪৯]

আল্-কুরআনের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِينَ امنوا اذْكُرُ اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا.

অর্থ : "ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্র যিকির বেশী বেশী বা বিরামহীনভাবে কর।"[৫০]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় "হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) বলেছেন : প্রত্যেক ফরজ কাজের জন্য একটা নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে এবং ওজরের কারণে তা মাফও হয়ে যায়।"[৫১]

কিন্তু আল্লাহ্র যিকিরের জন্য কোন সময়-সীমা নির্দিষ্ট নেই, আর তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নফল হলেও কোন সময় তা বর্জন করা যায় না, তবে কেউ উন্মাদ ও পাগল হলে ভিন্ন কথা। কারণ মহান আল্লাহ্ আল-কুরআনে ঐসব ব্যক্তিদের বুদ্ধিমান বলে আখ্যায়িত করেছেন : "যারা আল্লাহ্র যিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে এবং শোয়া অবস্থায়।"[৫২]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন, বাঁচিয়ে রেখেছেন, দেহের মধ্যে বিভিন্ন অমূল্য অংগ-প্রত্যংগ সৃষ্টি করেছেন, যার মূল্য দেয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর সৃষ্টি জগতে মানুষের উপকারের জন্য যেসব প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র, যেমন চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আলো-বাতাস, খাদ্য-শস্য, ফল-মূল ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন, আর এসব নিয়ামতের জন্য সব সময় আল্লাহ্র স্মরণ বা যিকির করা একান্ত জরুরী। তাই দাঁড়ান অবস্থায়, বসা অবস্থায়, শোয়া অবস্থায়, ভ্রমণরত অবস্থায় বা কোথাও

৪৯. আল-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ১৫২।

৫০. আল্-কুরআন, সূরা আহযাব, আয়াত : ৪১-৪২।

৫১. যেমন মাসিকের সময় মহিলাদের নামায মাফ হয়ে যায়।

৫২. আল্-কুরআন, সূরা আল-ইমরান, আয়াত : ১৯১।

অবস্থানকালে, জলে-স্থলে, সকাল-সন্ধ্যায়, ধনী ও দরিদ্র অবস্থায়, সুস্থ ও রুগ্ন অবস্থায়, প্রকাশ্যে ও গোপনে– এক কথায় সব সময়, সর্বাবস্থায় ও বিরামহীনভাবে আল্লাহ্র যিকির করা প্রয়োজন। প্রশ্ন হলো কেন?

এর জবাব হলো : কবর থেকে উঠিয়ে আল্লাহ্ মানুষকে হাশরের ময়দানে বিচারের জন্য একত্রিত করবেন। সেদিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে।

১. প্রথম দল বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, এদের কোন গুনাহ থাকবে না এরা হবে আল্লাহ্র ওলী বা প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।

২. দ্বিতীয় দল বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে। এরা হবে কাফির, মুশরিক, বেঈমান, মুরতাদ, তথা-হিন্দু, জৈন, ইয়াহুদী, নাসারা, বৌদ্ধ বিভিন্ন মত ও পথের অনুসারী, যারা এক আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনা। তাই, তাদের কোন নেকী না থাকার কারণে তারা বিনা-হিসাবে জাহান্নামে যাবে।

৩. তৃতীয় হবে ফাসিক-মুমিন, অর্থাৎ মুমিন-কিন্তু গুনাহগার। এদের ঈমান থাকার কারণে, গুনাহের ফলে জাহান্নামের শাস্তি-ভোগের পর, এক সময় তারা জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ পাবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শুধু ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পর একজন লোক কোটি কোটি বছর জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আদায় না করার কারণে এবং অন্যান্য গুনাহের জন্য তার জাহান্নামের শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে, সে ঈমানের কারণে, অর্থাৎ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলা ও স্বীকারের কারণে, সব শেষে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যাবে। আর তার জান্নাত হবে এ দুনিয়ার চেয়ে দশগুন বড়।

চিন্তা করুন, কোন দল ভুক্ত হবেন। বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবেন, না জাহান্নামে? বা শাস্তি ভোগের পর জান্নাতে? আর তা নির্ধারিত হবে দুনিয়ার ভাল-মন্দ আমলের দ্বারা।